হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা

আমরা সবাই জানি, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পর তাঁর গোলাম বা দাস হিসাবে শেষ যুগে এক মহা সংস্কারক রূপে ইসলামের পুন প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কল্পে আল্লাহ্ কর্তৃক যে মহাপুরুষের আবির্ভাব নির্দ্দিষ্ট ছিল তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যার নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ।

তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিনিধিত্বের বলে সকল নবী ও জাতির শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ। সকল নবী বুযুর্গগণ তাঁর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং বিশ্বের সকল জাতি তাঁর আগমনে প্রতিক্ষারত ছিল এবং সব নবীর মত তাঁর আগমনেরও বিরুদ্ধাচরণ নির্দিষ্ট ছিল। যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সকল জাতির জন্য এসেছিলেন সেজন্য প্রত্যেক জাতির ধর্ম শাস্ত্রে তাঁর আগমন ও তাঁর বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আকারে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আমরা জানি যে, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন কালই প্রত্যেক নবীর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে আসছে।

প্রত্যেক অতীত নবী পরবর্তী নবীর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। সমাগত নবীর যুগ তদনুযায়ী লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে এবং তাঁর নিজের কতক ভবিষ্যদ্বাণীও সংঘটিত হয়ে তাঁর সত্যতার প্রমাণ যোগায় এবং যদি ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর বিষয় ও বিরুদ্ধবাদীগণের পরাজয়ের আকারে প্রকাশিত হয়ে তাঁর সত্যতার ওপর মোহরাঙ্কিত করে যায়।

যুগ তাঁর লক্ষণাবলীর পূর্ণতাসহ আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার বড় সাক্ষী। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী (সূরা জুমুআ : ৪-৫) এবং হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে তাঁর আবির্ভূত হওয়া নির্দিষ্ট ছিল এবং অপরাপর ধর্মশাস্ত্রের গণনায়ও একই সময়ে তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তদনুযায়ী তিনি ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মামুরিয়তের (প্রত্যাদিষ্ট) প্রথম ইলহাম প্রাপ্ত হন এবং ইলহামটি ছিল–"কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মু'মিনীন" অর্থাৎ তুমি বল আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম ঈমান এনেছি। ১৮৮২ সনে বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশের মাধ্যমে এই ঘোষণা মানুষ জানতে পারে। তারপর ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সনে তথা ১৩০৬ হিজরী সনে লুধিয়ানাতে তিনি ইমাম মাহদী হিসাবে প্রথম বয়আত নেন। ২৭ মে ১৯০৮ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং কাদিয়ানের বেহেস্তি মাকবেরাতে দাফন করা হয়। তিনি ইমাম মাহদী দাবি করার পর দীর্ঘ ২৭ বৎসর নিরলসভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত সূচনার পর আমি আপনাদের সামনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর কয়েকটি সত্যতার বলিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থাপন করবো।

১। পবিত্র হাদীসে রাসূল করীম (সা.) আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে নির্দিষ্ট আকারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক এইভাবে "ইন্নালী-মাহদীনা আয়াতায়নী লাম তাকুনা মুনযু খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরযী ইয়ান কাসিফুল ক্বামারু লি আওয়ালী লায়লা তিম্মিন রামাযানা ওয়া তানকাসিফুস সামসু ফিন্নিস্‌ফি মিনহু"

(দারকুতনী পৃ: ১৮৮)

অর্থাৎ : আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আমার মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে যা আসমান ও যমীন সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি, একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের সময় রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্য্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে। উক্ত হাদীসটি আরও ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল পাক (সা.) আজ থেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে তাঁর মাহদীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। উক্ত হাদীসে রাসূল করীম (সা.) ৪ টি দিক বর্ণনা করেছেন–প্রথমত চন্দ্রগ্রহণের প্রথম তারিখে অর্থাৎ ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ লাগা।

দ্বিতীয়ত–সূর্যগ্রহণের মধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ লাগা। তৃতীয়ত–রমযান মাসের মধ্যে হওয়া এবং চতুর্থত-একজন মাহদী দাবীকারক হওয়া। যার ওপর মিথ্যাবাদীর অপবাদ আরোপ করা হবে। তদনুযায়ী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ রমযান তারিখের প্রথম ভাগে 21st March, 1894 অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলায় এবং ২৮ (6th April 1894) রমযান তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়। একই চন্দ্র মাসে দুই গ্রহণ হলে, সদা সময়ের ব্যবধান থাকে ১৪ দিন কিন্তু এই গ্রহণদ্বয়ের ব্যবধান ছিল ১৫ দিন যা সৃষ্টি কাল হতে কখনও হয় নাই শুধু কেবলমাত্র ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব গোলার্ধে একই রমযান মাসে এই দুই গ্রহণ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং পশ্চিম গোলার্ধে একই রমযানে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এইভাবে উভয় গোলার্ধে সকল মানুষের নিকট চন্দ্র ও সূর্য প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আগমনের সাক্ষ্য দেয়। এই গ্রহণ লাগবার কয়েক বৎসর পূর্বেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা সংঘটিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে দাবী করেছিলেন যে, এই দুই লক্ষণ প্রকাশিত না হলে তাঁর প্রেরিত হওয়ার দাবি মিথ্যা।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আরও বলেছেন যে "আর আমিও খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি যে আমি

মসীহ্ মাওউদ এবং ঐ সত্তাই যার সম্বন্ধে নবীগণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। আমার এবং আমার যুগ সম্বন্ধে তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফে সংবাদ সংরক্ষিত হয়েছে যে ঐ সময়ে আকাশে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং ভূপৃষ্ঠে মারাত্মক প্লেগের প্রকোপ হবে"।

(দাফেউল বালা পৃ: ১৮)।

তিনি আরও বলেছেন "আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন তিনিই আমাকে মসীহ্ মাওউদ নামে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যায়নের জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রকাশিত করেছেন। এগুলো তিন লাখে পর্যন্ত পৌঁছেছে।" (হাকীকাতুল ওহীর উদ্ধৃতি)

২। পবিত্র কুরআনের ওপর এবং আরবী ভাষায় অলৌকিক জ্ঞান লাভ করা।

পবিত্র কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় নাযেল হয়েছে এবং তার পূর্ণ মাহাত্ম এবং তত্ব বুঝার জন্য আরবী ভাষার ওপর অত্যন্ত পারদর্শী হওয়ার প্রয়োজন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য কোন দুনিয়াবী স্কুলে লিখা-পড়া করেন নি। তাঁর আরবী ভাষার ওপর কেবলমাত্র প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। আল্লাহ্ যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে জামানার মসীহ্ এবং মাহদী নির্বাচিত করেছেন তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁকে অলৌকিকভাবে আরবী ভাষার ওপর জ্ঞান দান করেছেন।

তিনি দাবী করেছেন যে রহমান আল্লাহ্ তাঁকে একই রাত্রিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৪০,০০০ আরবী শব্দ ইলহামের মাধ্যমে শিখিয়েছেন। যাদ্বারা তিনি অনেকগুলি বই আরবীতে লিখেছেন তার মধ্যে Karamatus Sadiqin, Nurul Haq এবং Khutba Ilhamiyya ও আছে।

সেই যুগে তিনি ভারতবর্ষ এবং আরবী দেশগুলির প্রখ্যাত আলেমদেরকে Challange করে বলেছিলেন যদি তাদের মধ্যে কেউ ও তুলনামূলক কোন সাহিত্য রচনা করে দেখাতে পারে তবে তার দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের একটি আয়াতের Communtry ও তার সমতুল্য করে আনার Challange-ও করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও কেউ তা করতে পারেনি। তাঁর পদ্য এবং গদ্য উভয় সাহিত্যই সমস্ত আরবী শিক্ষিত আলেমগণের মধ্যে সমাদৃত। যদি তিনি আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা না হতেন তা কখনোই সম্ভব হতো না। এটা একটা বিরাট বড় তাঁর সত্যতার প্রমাণ।

৩। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কিছু হিন্দু কাদিয়ানে বসবাসকারী চিঠি লিখে মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে বলেছেন, তাঁর আগমন আল্লাহ্র তরফ হতে যে হয়েছে কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ তাদের সামনে ১ বৎসরের মধ্যে পেশ করার জন্য। তিনি তাদের চিঠির জবাব হ্যাঁ সূচক দিয়েছিলেন। হযরত আহমদ (আ.) ১৮৮৬ সনের জানুয়ারী মাসে হুশিয়ারপুর নামক জায়গায় ৪০ দিনে জন্য "চিল্লাকুশি" করেছেন অর্থাৎ নিবিড় একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্র উপাসনায় কেবল দোয়ায় রত ছিলেন। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি হ্যান্ডবিল হুশিয়ারপুর হতে সাধারণ কাগজে প্রচার করেন যা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এবং তার পর পরই ২২ মার্চ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে (ক্রমান্বয়ে ইলহাম পেয়ে আরেকটি Leflet ছাপিয়ে প্রকাশ করেন যাতে তাঁর এক প্রতিশ্রুত পুত্র নয় বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা সবুজ ইশতেহার নামে পরিচিত।

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত পুত্র ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাঁকে বলেছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ আরও জানিয়েছিলেন যে "সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাশীল ও হৃদয়বান হবে। এবং তাঁকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।" সেই প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সুদীর্ঘ ৫২ বৎসর জামা'তে আহমদীয়ার খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে এক নিস্ব, দুর্বল ছোট ও অসহায় জামা'তকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করেছেন।

৪। পন্ডিত লেখরাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও তার পূর্ণতা।

পন্ডিত লেখরাম আর্য সমাজের এক মহা পন্ডিত ছিলেন। তিনি Hinduism এর উগ্রপন্থি নেতা ছিলেন। ফলে তিনি মুসলিম এবং খৃষ্টানদেরকে সব সময় অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতেন। ইসলামের অত্যন্ত বড় শত্রু ছিলেন এবং সব সময়ই রাসূল করীম (সা.) এর চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করে গালি দিতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বহুবার তাকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। এরপর লেখরাম মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে জানালেন যে তিনি তার সম্বন্ধে যে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন তাতে সে ভ্রুক্ষেপ করে না।

মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্র নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন এবং তিনি ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল "আজ হতে আগামী ৬ বৎসরের মধ্যে এই ব্যক্তি আল্লাহ্ কর্তৃক নিদারুন যন্ত্রণায় ভুগবে যেহেতু সে রাসূল করীম (সা.)কে অপমান করেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ঘোষণা দেয়ার পর আরও বলেছেন যদি সে আজ হতে অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ হতে ৬ বছরের মধ্যে আল্লাহ্র শাস্তিতে পতিত না হয় তাহলে মানুষ জানবে আমি আল্লাহ্র তরফ হতে আসিনি। মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঘোষণা করেছেন এই ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ বিশেষভাবে পূর্ণ করবেন।

এই কথা শুনে লেখরাম এই ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যাঙ্গ, বিদ্রুপ এবং উপহাস করে বল্লেন হযরত আহমদ (আ.) আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে কলেরায় মারা যাবে। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি রুইয়া দেখলেন এবং তারপর লেখরামকে একটি ফারসী কবিতা লিখে জানালেন–

"Bewave O' foolive mivled cemeney
Fear the calling fward of Muhammad"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরবী পুস্তক Karamatus Sadiqin এ উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ্ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ঈদের পর দিন পূর্ণ হবে এবং তদনুযায়ী ঈদের পর দিন মার্চের ৬, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লেখরাম তার বলয়বেষ্টিতে নিজ বাড়ী লাহোরে খুন হয়। তার এই খুনের রহস্য আজও কেউ বের করতে পারেনি কারণ কাজটি ছিল আল্লাহ্‌র।

৫। Zion এর আলেকজান্ডার ডুই এর ভয়াবহ মৃত্যু।

জন আলেকজান্ডার ডুই স্কট ল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭২ সনে অষ্ট্রেলিয়ায় যায়-এবং সেখানে বিশেষ ক্ষত চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে USA-তে আসেন এবং jean of Heabing নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সে Catholic feet নামে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইলিথয়েস প্রদেশে একটি শহর তৈরী করলেন যার নাম দিলেন Zion City। সে সেখানে অনেক মিল ফ্যাক্টরী করলেন এবং নিজেকে ইলিয়া নবী দাবী করলেন, যিনি Jesus Crist এর পূর্বে আসার কথা ছিল।

আলেকজান্ডার ডুই ইসলামের বড় শত্রু ছিল এবং রাসূল করীম (সা.) কে গালাগালি দিত এবং ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে তার দলের লোকদেরকে পরামর্শ দিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার সম্বন্ধে জানতে পেরে তাকে মোবাহেলার Challange করে বল্লেন তাদের ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা। আমাদের মাঝে যে ভন্ড সে যেন অপরের জীবদ্দশায়ই আল্লাহ্‌র শাস্তি পায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারবার বলার পরও ডুই কোন উত্তর দিলেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন আমার বয়স ৬৬ এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, আমার জীবন আল্লাহ্‌র হাতে-যদি ডুই তার মিথ্যা খোদার শক্তি দেখতে চায় তবে সে অবশ্যই এগিয়ে আসবে। তারপরও ডুই সারা দিল না। তখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবার জানালেন সে ডুই এই Challange কে গ্রহণ করুক আর নাই করুক তবুও আল্লাহ্‌র অভিশাপ তার ওপর এবং Zion City ওপর অবশ্যই পড়বে। এই পরের statement টি Challange স্বরূপ American press a প্রকাশিত হয়েছে ১৯০২ সালে পুনরাবৃত্তি হয়েছে-১৯০৩ সনে। ডুই তখন আমেরিকানদের চাপের মুখে ছিলেন এই Challange গ্রহণ করার জন্য।

শেষ পর্যন্ত ডুই বাধ্য হয়ে December ১৯০৩ তার Jean of Heabing এ প্রকাশ করেন-

"ভারতে একজন মোহাম্মদী মসীহ্ জেসাস খ্রিষ্ট এর কবর ভারতের কাশ্মীরে অবস্থিত আছে বলে আমাকে জানিয়েছে। মানুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি প্রয়োজনীয় জবাব দেই না কেন? আপনারা যদি মনে করেন যে আমি একটা মশা মাছির কথার উত্তর দিব। আমি যদি তাদের ওপর আমার পা রাখি তাহলে তাদের পিষে মারতে পারি। বাস্তবে তাদেরকে আমি উড়ে বাঁচার সুযোগ দিচ্ছি মাত্র।"

তার এই উক্তির পর মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯০৭ সনে আরও একটি হ্যান্ডবিল প্রকাশ করলেন যাতে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিজয়ের লক্ষণ বর্ণিত ছিল। এই হ্যান্ডবিলটি প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যেই ডুই মৃত্যুবরণ করলেন। ১৯০৭ সনে ডুই ষ্ট্রোক করেন এবং Paralyzed হয়ে যান। মার্চ ৯, ১৯০৭ সনে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে মারা যান। এই ভাবে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা প্রমাণ করল। তার অভিশপ্ত মৃত্যুর সংবাদ তখনকার আমেরিকার বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ আরও বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। মানুষের মধ্যে অধার্মিকতা, নাস্তিকতা, ব্যভিচার, অনাচার, অবিচার, যুলুম, দুর্নিতি এবং তজ্জনিত অশান্তি নৈরাজ্য এবং হাহাকার অন্যদিকে পাপাচারের ফলে ঝড়, তুফান, প্লেগ, মহামারি, এইডস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ নানাবিধ নৈসর্গিক বিপদাপদ ইত্যাদি নিদর্শনাবলী উচ্চ কণ্ঠে মহা পুরুষের আগমন ঘোষণা করছে। আল্লাহ্ বলেছেন, "ওমা কুন্না মোয়াজ্জেবিনা হাত্তা নাবাছা রাসূলা।" আমরা সতর্ককারী রাসূল প্রেরণ না করে শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" সূরা বনী ইসরাইলের ১৬ আয়াত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন-"হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নহ এবং হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশুন্য পাইতেছি সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নিরব ছিলেন।

তার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি সব নীরবে সহ্য করে গেছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার কান আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দুরে নয় আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অসম্ভাবি।

আমি সত্য সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে এসেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর;

অনুতাপ কর তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে কীট, তাঁকে যে ভয় করে না সে জীবিত নয় মৃত। (হাকীকাতুল ওহী, ১৯০৬)

মসীহ্ মাওউদ (আ.) যা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তার সব কিছুই পূর্ণ হয়েছে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি।

১। লাহোরে অনুষ্ঠিত "সর্বধর্ম সম্মেলন" (১৮৯৭) এবং এতে পঠিত প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব (ইসলামী উসুল কি ফিলসফি)।

২। সাহেবজাদা সৈয়দ আব্দুল লতিফ ও মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেবের শাহাদত বরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

৩। ইংল্যান্ডের ধর্মজাযক জন হুগ স্মিথ পিগট সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

৪। ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

৫। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের প্রচন্ড বিরোধিতা এবং তাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

৬। মিথ্যার প্রাদুর্ভাব (ইমাম মাহদী (আ.) এর যুগের প্রধান লক্ষণ।

৭। নারীদের আধিক্য।

৮। নারী অধিকার।

৯। নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য।

১০। জাতির নেতা ছোট লোক হবে।

১১। খৃষ্টানদের প্রাধান্য হবে।

১২। ইসলামের কেবল নাম থাকবে।

১৩। কুরআনের কেবল অক্ষর থাকবে।

১৪। মসজিদ সুন্দর হবে কিন্তু হেদায়াত শূন্য হবে।

১৫। কতক আলেম আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে। (মিশকাত)।

বর্তমানে যা কিছু পৃথিবীতে সংঘটিত হচ্ছে তা সবই মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে না মানার পরিপ্রেক্ষিতে তার আগমনের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ্ মানুষের সামনে নিদর্শন স্বরূপ পেশ করেছেন–তার মধ্যে উল্লেখ করা যায়– ১। USA Twin Tower ধ্বংসলীলা (সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১)

২। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ এর সোনামির ঘটনা যাতে ২,৫০,০০০ ও বেশী লোক মারা যায়।

৩। ২০০৫ এর জুলাইর শেষে এবং আগষ্টের প্রথমে আমেরিকায় New Orleans Katrina ঝড়ের তান্ডবলীলা যা এখনও আমেরিকাবাসীদেরকে শিহরণ জাগায়। (বর্তমানে আফগানিস্তান ইংরেজদের অবস্থা)

৪। ২০০৫ পাকিস্তানে ভূমিকম্পে-প্রায় ১,০০,০০০ এর বেশী লোকের প্রাণ হানী করে।

৫। ২০০৬-এ সংঘঠিত Mini Tsunami ইন্দোনেশীয়।

৬। এই মাসে ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ প্লাবন। বাংলাদেশে বিশেষ করে চট্টগ্রামে ঘন ঘন ভূমিকম্প।

আল্লাহ্ মিথ্যা নবী সম্বন্ধে বলেছেন–ওয়া লাও তাকওয়ালা আলায়না বা'জাল আক্বাবিল লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন। (আল হাক্কা ৪৫-৪৬) অর্থাৎ আর সে যদি কোন কথা মিথ্যাকারে আমাদের প্রতি আরোপ করতো তাহলে আমরা অবশ্যই ডান হাতে তাকে ধরে নিতাম। আবার বলেছেন, "সুম্মা লাক্বাত্বা'না মিনহুম ওয়াতিন (আল হাক্কা-৪৭) অর্থাৎ এরপর অবশ্যই আমরা জীবন শিরা কেটে দিতাম।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ্ আমাকে মর্যাদা দেবেন, আমার ভালবাসা অন্তরগুলোতে স্থাপন করে দিবেন, আমার জামা'ত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন আর সব ফিরকার ওপর আমার ফিরকাকে বিজয় দেবেন। আমার ফিরকা থেকে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে এতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করবে সে নিজেদের সত্যতার জ্যোতি যুক্তি প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলীর আলোকে সবার মুখ বন্ধ করে দেবে।" আল্লাহ্র অনুগ্রহে বিশ্বের প্রত্যেক দেশে (বর্তমানে ১৯৭ টি দেশে) এ সত্য প্রকাশিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। "আর প্রত্যেক জাতি এ ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে।

এ জামা'ত তীব্রতার সাথে বাড়বে ও ফল দেবে এমনকি বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে নিবে। অনেক বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হবে এবং পরীক্ষা আসবে খোদা মাঝখান থেকে সব উঠিয়ে ফেলবেন। আর নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "আমি তোমাকে ক্রমাগত কল্যাণ দান করবো। সবশেষে বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।"

তিনি আরও বলেছেন, সুতরাং হে শ্রবণকারীগণ! এসব কথা স্মরণ রাখ। এসব আগাম সংবাদকে সিন্দুকে সংরক্ষিত করে রাখ। কেননা, এ খোদার কথা যা একদিন পুরা হবেই। আমি আমার সত্তায় কোন পুণ্য দেখছি না। আর আমি সেই কাজ করিনি যা আমার করা উচিত ছিল। আমি আমাকে নিছক অনুপযুক্ত মজুর মনে করি। এ কেবল খোদার অনুগ্রহ যা আমার সাথে যুক্ত হয়েছে। অতএব সেই সর্বশক্তিমান মহাদাতা খোদার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, এ মাটির ঢেলাকে তিনি কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছেন"।

(তাযাল্লিয়াতে ইলাহিয়াহ, রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, পৃ: ৪০৮-৪১০)

আলহাজ্জ নাজির আহমদ